কৃষি সুপারিশ

২-৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ (১৮- ২১ ই মাঘ , ১৪২৯)

বোরো ধান :-বীজতলার পরিচর্যা করুন। এই জন্য বীজ তলায় চাপান সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে রোপনের জন্য ২৫ শতক বীজ তলায় নাইট্রোজেন ২.৫ কেজি বীজ বোনার ২১ দিন ও ৩০ দিন পর প্রয়োগ করুন। বীজ বোনার ১৮-২৫ দিন পর অথবা চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে কার্বফিউরান ৩জি ৫ কেজি অথবা ফোরেট -১০জি ১.৫ কেজি ২৫ শতক বীজতলায় প্রয়োগ করুন ও ছিপছিপে জল বজায় রাখুন। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে বিকালে বীজতলায় চারা ডুবিয়ে জল ভরে দিন ও সকালে বের করে দিন।সকালে চারা গাছের উপরে দড়ি টেনে শিশির ঝড়িয়ে দিন। কাঠের বা তুষের ছাই বীজতলায় ছড়াতে পারেন। চারা গাছ লাল হয়ে গেলে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

মূল জমিতে রোপনের জন্য হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন, ৩২.৫ কেজি নাইট্রোজেন ,৬৫ কেজি ফসফেট ও ৪৮.৭৫ কেজি পটাশ জমিতে প্রয়োগ করুন ।এছাড়া ভালো ফলনের জন্য জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি সালফার, ২৫ কেজি জিংক সালফেট ও ১০ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগ করুন। মাটির পরিবর্তে পাতায় প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার ১ মাস ও ১.৫ মাস পরে প্রতি লিটার জলে ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে স্প্রে করতে হবে।মাঘের মাঝামাঝির মধ্যে (জানুয়ারির শেষে) বোরো ধান রোয়া শেষ করা দরকার। ৫ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ টি পাতাযুক্ত চারা রোয়া হয়।প্রতি গুছিতে ৪-৫ টি চারা ২০ সেমি X১৫ সেমি দূরত্বে ৫ সেমি গভীরতায় রোয়া হয়। নোনা এলাকায় প্রতি গুছিতে ৬-৭ টি চারা দেওয়া দরকার।বাদামী শোষক পোকা আক্রমনপ্রবণ এলাকায় ১৫-২০ লাইন অন্তর এক লাইন রোয়া না করে ফাঁকা রাখা উচিত।

গম- গম চাষে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু গমের জমিতে জল দাড়িয়ে গেলে গম হলুদ হয়ে মারা যায়। গম চাষে ভালো ফলন পেতে ৪টি সেচ প্রয়োজন হয়। ১)মুকুট শিকড় দশা (বোনার ২১ দিন পর) ২) পাশকাঠি ছাড়া শেষ (বোনার ৪০-৪৫ দিন পর) ৩) ফুল আসা অবস্থা (বোনার ৯০-৯৫ দিন পর) এবং দুধ আসা অবস্থা (বোনার ১১০-১১৫ দিন পর)। গম চাষের সঙ্গে ফ্যালা ঘাস, করাত ঘাস, বুনো জৈ আগাছা তিনটি জড়িত। বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

আলু দ্বিতীয় ভেলি তোলার পরবর্তী সময়ে একিভাবে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। তবে একটা বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে সেচের জলে কোনো সময়ই যেন ভেলির ৩/৪ ভাগের বেশি না ডোবে। এই সময়ে মেঘলা, স্যাতস্যাতে আবহাওয়া আলুতে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে **নাবি ধ্বসা** রোগের আক্রমন হতে পারে।এই রোগে প্রথমে গাছের নীচের দিকের পাতায় জলো দাগ হয় পরে বাদামী বা কালো রঙ ধারন করে পচে যায় ও পাতার ধার থেকে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে সব অংশে ছড়িয়ে পড়ে ও সম্পূর্ণ গাছটি পচে যায়।প্রতিকার হিসাবে ১) রোগ লাগার আগে:- ক) আলু বসানোর পর ৩৫-৪০ দিনে **কপার অক্সিক্লোরাইড(৫০%)** ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন এবং দ্বিতীয় স্প্রে ৪৩-৫০ দিনে, তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির মতো হলে, **ম্যানকোজেব(৭৫%)** অথবা **প্রোপিনেব(৭০%)** ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন । **রোগ লাগলে** অবস্থাভেদে ১ -৩ বার ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন, যেমন :মেটালাক্সিল ৮%+ ম্যানকোজেব ৬৪% মিশ্রন ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন অথবা সাইমক্সানিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪% মিশ্রন ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন অথবা **ডাইমিথোমর্ফ** ৫০% @১ গ্রাম + ম্যানকোজেব৭৫% @২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।হেক্টর প্রতি ৬০০-৭০০ লিটার জল স্প্রে করুন।পাতার উপর ও নীচে ভালোভাবে স্প্রে করুন। কোনো একটি ঔষধ বার বার ব্যবহার না করে অন্যান্য ঔষধগুলিও পর পর ব্যবহার করুন।

তিসি - বোনার ১০-১৫ দিন পর আগাছা দমন করার প্রয়োজন হয়। সাধারণত বিনা সেচে চাষ হয় তবে বোনার ৪০-৪৫ দিন পরে একটি সেচ ও সম্ভব হলে এর ৩০ দিন পরে আরো একটি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।

শ্বেত সরিষা - তৈলবীজে অণুখাদ্য হিসেবে বোরোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহের মাথায় বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

মসুর :- সেচের সুবিধা থাকলে শুঁটি ধরার সময়ে (বীজ বোনার ৬০ দিন পর) ১টি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।ফুল আসার পর যদি ঘন কুয়াশা, অল্প বৃষ্টিহয়, তাহলে গাছের ডগার দিক থেকে বাদামি বর্ণ ধারণ করে শীঘ্র কালো হয়ে যায়। ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খেসারী : পয়রা ফসলে ৩০-৪০ দিনের মাথায় ডিএপি বা ইউরিয়ার ২% জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ ২ গ্রাম ডিএপি বা ইউরিয়া প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমুখী- গাছের ৪ সপ্তাহ ও ৮ সপ্তাহ বয়সে দু বার,০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক ও ২.০ গ্রাম বোরাক্স প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

ভূট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার বীজ বোনার ৩০ ও ৪৫ দিন পরে প্রতিবারে একরে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন ও ৯ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা উচিৎ।

ভূট্টার জমিতে ফল আর্মি ওয়ার্ম নামে লেদা পোকার আক্রমণ দেখা গেলে স্পিনেটোরাম ১১.৭% এস.সি ১ মিলি প্রতি লিটার জলে বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি ১ মিলি প্রতি ৩ লিটার জলে বা থায়ামিথোক্সাম ও ল্যামডা সায়হ্যালোথ্রিন মিশ্রণ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সকালে বা সন্ধ্যায় স্প্রে করতে হবে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ